অভিবাসী কর্মীর বাধ্যতামূলক বিমা পলিসি গ্রহণ বিষয়ে অংশীজনের সমন্বয়ে কর্মশালা

ঢাকার ইস্কাটনস্থ প্রবাসী কল্যাণ ভবনের ব্রিফিং সেন্টার (২য় তলায়) অভিবাসী কর্মীর বাধ্যতামূলক বিমা পলিসি গ্রহণ বিষয়ে ২৬ ডিসেম্বর সকাল ১০.০০টায় অংশীজনের সমন্বয়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালাটি উদ্বোধন করেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী নুরুল ইসলাম বিএসসি। উদ্বোধনকালে মন্ত্রী বলেন, নিরাপদ ও টেকসই উন্নয়ন অভিবাসন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করণে অভিবাসী কর্মীর বাধ্যতামূলক বিমা পলিসি বর্তমান সরকারের একটি অন্যতম অঙ্গীকার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় এ মন্ত্রণালয় অভিবাসী কর্মীদের বাধ্যতামূলক বিমা পলিসি গ্রহণ কার্যক্রম প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। তিনি আরও বলেন, আজকের এই কর্মশালার অংশীজনের সমন্বয় গুরুত্বপূর্ণ মতামত/আলোচনার মাধ্যমে খসড়া বিমা পলিসিটি চূড়ান্ত হবে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও), বাংলাদেশ এর সহায়তা কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব ড. নমিতা হালদার, এনডিসি। স্বাগত বক্তব্যে তিনি বলেন, অল্প সময়ের মধ্যেই ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড আইন জাতীয় সংসদে পাশ হতে যাচ্ছে। অভিবাসী কর্মীদের বাধ্যতামূলক বিমা পলিসি ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক নির্দেশনায় এবং এ মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রী মহোদয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বিমা পলিসিটি চূড়ান্ত হতে যাচ্ছে। অভিবাসী কর্মীর বাধ্যতামূলক বিমা পলিসি গ্রহণ সংক্রান্ত একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব শাহীনা ফেরদৌসী। কর্মশালাটি সঞ্চালন করেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (কল্যাণ ও মিশন) মোহাম্মদ আজহারুল হক।

বিষয়ভিত্তিক আলোচনা পর্বে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে অভিবাসী কর্মী বাধ্যতামূলক বিমা পলিসি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উপর বক্তব্য রাখেন আইএলও এর ন্যাশনাল প্রোগ্রাম অফিসার রাহনুমা সলাম খান। বিদেশে কর্মী প্রেরণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার সাথে বাধ্যতামূলক বিমা পলিসি গ্রহণ সম্পৃক্তকরণ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন বায়রার মহাসচিব রুহুল আমিন স্বপন; বাস্তবতার নিরিখে অভিবাসী কর্মীকে বিমা পলিসি গ্রহণ সংক্রান্ত সেবা প্রদান পর্যালোচনা ও প্রস্তুতি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক; বিমা আইন, ২০১০ ও অভিবাসী কর্মীর জন্য প্রণীত খসড়া বিমা নীতিমালা পর্যালোচনা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি; বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীকে ছাড়পত্র প্রদানের সময় বাধ্যতামলূক বিমা পলিসি গ্রহণ নিশ্চিতকরণ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহারিচালক মোঃ সেলিম রেজা এবং অভিবাসী কর্মীকে বধ্যতামূলক বিমা পলিসি গ্রহণ সংক্রন্ত সেবা প্রদানে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের প্রস্তুতির উপর বক্তব্য রাখেন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ জুলহাস, এনডিসি।

পরে উন্মুক্ত আলোচনায় উপস্থিত সকলে অংশগ্রহণ করে। অভিবাসী কর্মীদের বিমা পলিসি গ্রহনে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা, সিভিল সোসাইটির সাথে সভা, ফিলিপাইন ও শ্রীলংকার অভিবাসী কর্মীদের বিদ্যমান ইন্স্যুরেন্স সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পর্কে সফরকারী প্রতিনিধিদলের অর্জিত অভিজ্ঞতা এবং বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক খসড়া নীতিমালার ভিত্তিতে চারটি প্রধান বিষয়ের উপরে কর্মশালায় উপস্থিত সকলে উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। প্রধান চারটি বিষয় হলো **এক.** যাত্রার সময় হতে পরবর্তী এক মাসের জন্য স্বাস্থ্যবিমা; জীবন বিমা ও চাকুরী হারানো, বাফার টাইম, লে-অফ বা কোম্পানি বন্ধের জন্য বিমা সুবিধা। অভিবাসী কর্মীদের উক্ত তিনটি বিমা সুবিধা প্রদানের জন্য বিদ্যমান বিমা পরিকল্প (Insurance Product) যথেষ্ট কিনা অন্যথায় এ লক্ষ্যে নতুন কোন বিমা পরিকল্প (Customized Insurance Product) প্রণয়ন প্রয়োজন হবে কিনা। **দুই.** বিমার অংক সর্বনিম্ন কত হবে; প্রিমিয়াম কত হবে; অভিন্ন (Uniform) প্রিমিয়াম রেট প্রণয়ন করা হবে কিনা; প্রিমিয়াম এককালীন হবে কিনা এবং বিমার মেয়াদ কতদিনের জন্য হবে ও মেয়াদ বর্ধিত করা হবে কিনা। **তিন.** বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীকে ছাড়পত্র গ্রহণের জন্য গামকা/অন্যান্য অথরাইজড ল্যাব (GAMCA/Other Authorized Lab) হতে গৃহিত মেডিকেল রিপোর্ট ব্যতিত ভিন্ন কোন মেডিকেল টেস্ট করাতে বা রিপোর্ট গ্রহণ করতে হবে না- সেক্ষেত্রে কোন সমস্যার উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা। **চার.** বিদেশ গমনেচ্ছু বিপুল সংখ্যক অভিবাসী কর্মীর (দৈনিক প্রায় চার হাজার এর অধিক জন) বিমা চুক্তি সম্পাদনে এবং পরবর্তীতে বিমা দাবী আদায়ে বিমা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে মূলতঃ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড থেকে ফেসিলেটর (Facilitator) হিসাবে সরাসরি অভিবাসী কর্মীকে সহায়তা প্রদান সম্ভব কিনা?

কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রন কর্তৃপক্ষ-এর প্রতিনিধিবৃন্দ; বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশনের সভাপতি; বিভিন্ন বিমা কোম্পানীর প্রতিনিধিবৃন্দ; বায়রা'র মহাসচিব ও প্রতিনিধিবৃন্দ; ইউএন উইমেন, আইওএম ও আইএলও এর আঞ্চলিক প্রতিনিধিবৃন্দ; অভিবাসন বিষয়ক এনজিওর প্রতিনিধিবৃন্দসহ এ মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ। কর্মশালায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সমাপনি বক্তব্য রাখেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ আমিনুল ইসলাম। তিনি বলেন, এসডিজি'র আলোকে নিরাপদ, সুশৃঙ্খল ও অভিবাসন ব্যয় কমাতে হবে। তিনি অভিবাসী কর্মীদের কল্যাণার্থে বিমা কোম্পানীকে কম ব্যবসায় বেশি সেবা প্রদানের অনুরোধ জানান। অভিবাসী কর্মীর বাধ্যতামূলক বিমা পলিসি সহজীকরণের ওপর গুরুত্ব প্রদান করেন।